৩১-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা পুরানো পাপ কর্মের হিসাবের খাতা ক্লিয়ার করে নতুন পুণ্য কর্ম জমা করতে হবে, যোগবলের দ্বারা এভারহেলদি ওয়েলদি হতে হবে"

প্রশ্ন:- সঙ্গম যুগের কোন্ বিশেষত্ব গুলি সম্পূর্ণ কল্পে আর কখনোই পাওয়া যায় না ?

উত্তর :- সঙ্গম যুগেই পাঁচ হাজার বছর পর আত্মা ও পরমাত্মার সুন্দর মঙ্গল মিলন হয়। এ হল পিতার সঙ্গে সন্তানের মিলনের এবং বর্সা প্রাপ্তির সময়। বাবা সব আত্মাদের এই সময়েই জ্ঞান প্রদান করেন, সকলের উদ্ধার করেন। সঙ্গম যুগে দেবী দেবতাদের স্যাপলিং রোপণ করা হয়, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে তারাও জ্ঞান প্রাপ্ত করে পুরানো ধর্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সবাই নিজের পুরানো হিসেব মিটিয়ে ফিরে যায়। এমন বিশেষত্ব আর কোনো যুগের হয়না ।

ওম্ শান্তি। তোমাদের অবশ্যই এই ভাবে বলতে হবে - "পরম পিতা শিব" । পরমাত্মা অথবা খোদা, গড তো অনেকেই বলে। কিন্তু ফাদার - এর নাম নিশ্চয়ই চাই। ফাদার - এর নাম হল শিব। তিনি হলেন নিরাকার, তাইনা! আত্মারাও বাস্তবে হল নিরাকার। এখানে এসে সাকার রূপ ধারণ করে। বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মা সেখান থেকে বাচ্চাদের বা প্রিসেপ্টর পাঠান পার্ট প্লে করতে। এবারে গড ফাদার বললে মানুষের বুদ্ধিতে লৌকিক পিতার কথা মনে আসবেনা। দৈহিক পিতা নিজের সন্তানের পিতা হন। কিন্তু হে পরম পিতা বললে বুদ্ধি উপরের দিকে যায়। আত্মা-ই স্মরণ করে। দৈহিক পিতাকেও আত্মা-ই স্মরণ করে , যিনি দেহ প্রদান করেন। তবুও আত্মার প্রকৃত পিতাকেও স্মরণ তো করবে তাইনা। কিন্তু তিনি কে , ফাদার বলে আহবান কে করে ? কেন ওঁনার কাছে দয়ার ভিক্ষা চাওয়া হয় ? তিনি হলেন সকলের পিতা - এই কথা সবাই জানে। কিন্তু যদি সবাই যদি পিতা হয় তবে এই আহ্বান প্রমাণিত হবেনা। বলা হয় পরমাত্মা সবকিছু দিয়েছেন। এই সন্তান-ও পরমাত্মা প্রদান করেছেন। তাই গড কে অবশ্যই স্মরণ করা হয়। আহবান করা হয় এসে আমাদের পবিত্র করুন , উদ্ধার করুন , এই দুঃখ থেকে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যাবেন তাইনা। সবাইকে উদ্ধার করে শান্তিধাম ও সুখধাম নিয়ে যান। কল্প কল্প কল্পের সঙ্গম যুগে আসেন। এমন নয় মধ্যিকালে আসেন । সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তখনই আসেন যখন নাটক পুরো হয়। বাবা বলেন আমি একবারই আসি। আমায় ক্ষণে ক্ষণে আসতে হয়না। আমি একবারই আসি , যখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে যায় কারণ ৮৪ জন্ম তো অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। যদি প্রথমে আসি তাহলে ৮৪-র চক্র পূর্ণ হবেনা। চক্রের অন্ত সময় আসা দরকার তাইনা। যখন আসি তখন সবচেয়ে প্রথমে বাচ্চাদের পিতা রূপে পরিচিত হই , তারপরে শিক্ষক, সদগুরুও হই। পিতা জন্ম দেন, শিক্ষক শরীর নির্বাহের জন্যে শিক্ষা প্রদান করেন এবং গুরুর শরণে যেতে হয় সদগতির জন্যে। গুরুর শরণে এখানেই যেতে হয়, সত্যযুগে গুরুর প্রয়োজন হয়না। সেখানে পিতা ও শিক্ষক থাকেন। এমনও নয় পিতা, শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেন। পিতা ও শিক্ষক আলাদা হয়। এখানে পিতা , শিক্ষক , গুরু হলেন একজনই। বাচ্চারা তোমাদের উনি অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা হলে মুখ বংশী , তারপর চাই পড়াশোনা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। ড্রামায় মুখ্য ক্রিয়েটর , মুখ্য এক্টর কে কে আছে । সম্পূর্ণ বিশ্ব চক্রের নলেজ বলে দেন। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন ও স্থূলবতনের সম্পূর্ণ খবর বলে দেন। এই সম্পূর্ণ চক্রটি কিভাবে পরিক্রমা করে, সর্ব প্রথম নতুন দুনিয়ায় কে কে আসে ! প্রথমে বাচ্চাদের এই কথা জানা উচিত যে তিনি হলেন আমাদের বেহদের পিতা। ব্রহ্মাও

বলেন আমাদের পিতা হলেন শিব। ব্রহ্মা সান অফ শিব। শিববাবাও বলেন এই ব্রহ্মা আমার সন্তান। আমায় ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, অর্থাৎ আমি ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করি। প্রথমে ব্রহ্মার নাম ছিল লেখরাজ , পরে ব্রহ্মা নাম দেওয়া হয়েছে। আমি ব্রহ্মাকে আপন করি। মানুষ তো না জেনেই বাবা বাবা বলে। শিবের চিত্রের সামনে যায় কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে বোঝেনা যে শিব হলেন আমাদের পিতা। লৌকিক পিতার যদি চিত্র দেখে নেয় তবে ঝট করে বলবে ইনি আমাদের পিতা। শিবের সামনে সেই ভাবে কথাটা বলবেনা। যদিও তারা পরমাত্মাকে জানে তবুও সেরকম ভাব নিয়ে বলবেনা যে ইনি আমাদের পিতা। শুধুমাত্র বন্দনা করে ভক্তি মার্গের নিয়ম অনুযায়ী। তাতে লাভ কি , সেসব বুদ্ধিতে আসবেনা। এইসব বাবা বসে বোঝান। নিশ্চয় করানোর জন্যে অনেক পয়েন্টস দেন কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। এই জ্ঞান হল সব ধর্মের জন্যে । সে মিলিটারি হোক বা সিভিলিয়ান , জ্ঞান হল সবার জন্য।

তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, টিচার সদগুরু। এই হল আমাদের অনেক পুরনো মিলন মেলা। পাঁচ হাজার বছর পর এসেছি। একেই বলে আত্মা ও পরমাত্মার মধুর মঙ্গল মিলন। পরম পিতা পরমাত্মা এসে সব আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি হলেন এই সময়েই সবার উদ্ধারকর্তা । সবাই তো শিক্ষা প্রাপ্ত করবেনা। শিক্ষা তারাই প্রাপ্ত করবে যারা দেবতা রূপে পরিণত হবে। মনুষ্য সৃষ্টির বিশাল এই কল্প বৃক্ষের (ঝাড়) থেকেই স্যাপলিং বা চারা রোপন করেন। আজ গভর্নমেন্টও বিভিন্ন রকমের স্যাপলিং রোপণ করে। বাবাও স্যাপলিং রোপণ করেন, যারা এই কুলের তারা বেরিয়ে আসে। যারা দেবী দেবতা ধর্মের বা এই ফাউন্ডেশনের হবে তাদের-ই স্যাপলিং লাগবে। তোমরা হলে আসলে দেবী দেবতা ধর্মের তারপরে অন্য ধর্মের স্যাপলিংও লাগবে, যারা কনভার্ট হয়েছে (ধর্মান্তরিত হয়েছিল) তারা বেরিয়ে আসবে। বিভিন্ন ধর্মের যেমন পার্সী, মুসলমান ইত্যাদি অনেকেই আসে তাইনা। আমাদের দৈবী ধর্মের যে ঝাড় আছে তারই স্যাপলিং রোপণ হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাক্টিক্যালে বুঝতে পারো যে তিনি আমাদের পিতা হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক ও সদগুরু। মানুষ বলে পিতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন , অমুক শিক্ষক শিক্ষা দিয়েছেন। পরে গুরুর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়। কেউ আবার করেও না। প্রত্যেকের নিজস্ব মান্যতা আছে। সবাই ইচ্ছা অনুরূপ নিজ ইষ্ট-কে স্মরণ করে। বাবাকে স্মরণ করবে বা আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করবে। এখন তোমাদের অন্য সবার কথা ভুলে একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে। তিনি হলেন একমাত্র সত্য পিতা , সত্য শিক্ষক , সদগুরু। সত্য খণ্ডের স্থাপনা করেন যিনি। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের চক্রের হিস্ট্রি-জোগ্রাফি বলে দেন। আমরা স্ব দর্শন চক্রধারী হই তাই স্মরণ তো অবশ্যই করতে হবে। এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চক্রকে জানো আর এইসব কল্পের সঙ্গম যুগেই জানতে পারো। মধ্যি কালে কেউ জানতে পারেনা। বাবা তো কল্প কল্প পড়ান , কল্পের সঙ্গম যুগে । সম্পূর্ণ সৃষ্টির হিস্ট্রি জোগ্রাফির রহস্য অন্য কেউ বোঝাতে পারেনা, কেবল বাবা-ই পারেন। বাবার সাহায্যে তোমরা স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা হও। সেখানে এই নলেজ লুপ্ত হয়ে যায়। নাটক পুরো হয়েছে, এখন আত্মার ভিতরে রাজত্বের যে পার্ট আছে, সেসব আরম্ভ হবে। এই সময় তোমাদের পার্ট হল শিক্ষা গ্রহণ করার। বাবার আগমন, বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করা, উঁচু পদের অধিকারী করা - বর্তমান সময়ের পার্ট। পদ প্রাপ্ত হলেই সব শেষ। তখন এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কোনো মানুষের এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ নেই। সন্ন্যাসীরা তো চক্রকে স্বীকার করেননা। ঝাড় দেখালে বলে দেয় এইসব হল কল্পনা। তাই বাচ্চারা তোমাদের ধারণ করতে হবে। যোগ পুরোপুরি না থাকলে ধারণ হবেনা। বুদ্ধি পবিত্র হবেনা। বলা হয় যে

বাঘিনীর দুধ কেবল সোনার পাত্রে রাখা যায়। সেইরকম এই জ্ঞান অমৃত বাচ্চারা প্রাপ্ত করে। বুদ্ধি রূপী পাত্র টি লোহা থেকে সোনায় পরিণত হলে জ্ঞান ধারণ হবে, এর জন্যে ভালো রকম পুরুষার্থ করতে হয়। খুব সহজ, বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে। সত্যযুগে কে রাজত্ব করেছে, কত সময় করেছে, বংশ হয় তাইনা। অতএব বলা হবে দৈবী বংশ ১২৫০ বছর রাজত্ব করেছে , তাহলে কি যুদ্ধে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ? না । এখনকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ চক্রের বিষয়বস্তু তোমরা যাকেও বোঝাবে সে খুশি হবে। যদি মিলিটারির হয় তবুও , দিল্লিতে আসতো তারা। তাদেরও বাবা বোঝাতেন যে তোমরা শুনেছ , যখন গীতা শোনানো হয় তখন তাতে রয়েছে ভগবানুবাচ - যারা যুদ্ধ স্থলে মরবে তারা আমায় প্রাপ্ত করবে , স্বর্গবাসী হবে। কিন্তু এমন নয় যে শুধু গীতা পড়লে বা শুনলে স্বর্গে গমন হয় , যদি স্বর্গবাসী হতে হয়, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে হয় তার জন্য বাবাকে স্মরণ করো , শ্রীমৎ অনুসারে চলো। এই জ্ঞান এখন প্রাপ্ত হয় কারণ স্বর্গের দ্বার এখনই খোলে। এই জ্ঞান এখনকার জন্যেই। শিববাবাকে স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করতে হবে।

এখন বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন আমায় স্মরণ করো। ঐ গুরুর পরিবর্তে এক শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়। তিনি হলেন একমাত্র পিতা সবার পিতা। ওঁনার কাছেই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয়। শান্তি ও সুখের বর্সা ওঁনার কাছেই প্রাপ্ত হয়। এই সময়টি হল বাবার সাহায্যে বাবার কাছে মিলিত হওয়ার অথবা বর্সা প্রাপ্ত করার। সত্যযুগে ছিল একটি ধর্ম অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনার কাজ হল পরম পিতা পরমাত্মার , দ্বিতীয় কারো নয়। যারা বাবার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে, রাজ যোগ শেখে তারা স্বর্গে যায়। তোমরা জানো যে এখন কলিযুগের অন্ত সময়। মহাভারী লড়াই সামনে রয়েছে, যারা পড়বে তারা সেই পদ প্রাপ্ত করবে। বাকিরা সবাই হিসেব মিটিয়ে ফিরে যাবে। তোমাদের এখন প্রাক্টিক্যালে নিজের পাপের খাতা মিটিয়ে পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে। জ্ঞান ও যোগে যত থাকবে ততই পুরানো খাতা ভস্ম হয়ে নতুন জমা হতে থাকবে। যোগবলের দ্বারা তোমাদের আয়ু বাড়ে। তোমরা এভারহেলদি, ওয়েলদি হয়ে যাবে। জ্ঞান ও যোগ দ্বারা দুইয়ের প্রাপ্তি হয়। এইটি তোমাদের জন্যে হসপিটালও , কলেজও। বাস্তবে এইটি হল প্রকৃত ইউনিভার্সিটি। গভর্নমেন্টের ইউনিভার্সিটি গুলিকে ইউনিভার্সিটি বলা যাবেনা। ইউনিভার্স তো সম্পূর্ণ বিশ্বকে বলা হয়। তাতে বিশ্বের কোনো নলেজ নেই। সেসব হল দৈহিক জগতের নলেজ। কত সীমারেখায় আবদ্ধ রয়েছে। ইউনিভার্সিটিকে হিন্দিতে বলা হয় বিশ্ব বিদ্যালয়। সম্পূর্ণ বিশ্ব থেকে যে এসে পড়তে চায়, পড়তে পারে। ঐ ইউনিভার্সিটিতে এরকম হয়না। এখানে যে কেউ এসে পড়তে পারে। বিশ্বের রচয়িতা স্বয়ং এই বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আমরা এইরকম লিখি। এবারে ইউনিভার্সিটি ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে র মধ্যে তফাৎ কি ! ঐ হল হিন্দি , এই হল ইংরাজি শব্দ। বিশ্বের র রচয়িতা এই বিশ্ব বিদ্যালয় রচনা করেছেন। যেখানে বাবা মানুষকে দেবতা, রাজার রাজা করেন। উদ্ধার করেন। শ্রীমৎ তো প্রাপ্ত হয় কিন্তু অসুরী মতের মানুষ শ্রীমত-কে স্বীকার করেনা। এখানে এই শ্রীমতের আধারে কত শ্রেষ্ঠ হয়। নিজের তন-মন-ধন দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে তাও আবার গুপ্ত ভাবে। বাবাও গুপ্ত রূপে আসেন। কৃষ্ণ কিন্তু গুপ্ত হতে পারবেনা। কিন্তু বাবার পরিচয় না থাকার দরুন কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে তথা কৃষ্ণের ডান্স দেখিয়েছে। সে-তো প্রিন্স প্রিন্সেস নিজেদের মধ্যে করবে নিশ্চয়ই। সেখানে প্রজা তো যেতে পারবেনা।বাবা বোঝান খুব ভালো করে। বলেন জ্ঞান ধন নিয়ে দান করতে থাকো। খুব উচ্চ মানের পড়াশোনা এবং খুব সাধারণ ভাবে পড়তেও হবে। চেয়ারে আসন পেতে বসা সম্ভব নয়। পায়ের ওপর পা তুলে বসা -- এ হল রাজাদের মতন বসার

স্টাইল। যদিও তোমরা যেমন ইচ্ছে বসতে পারো। সত্যযুগে মুখে সোনার চামচ থাকে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। বিমান ভরে ভরে সোনা আসে কিভাবে। মহল ইত্যাদি খুব শীঘ্র তৈরি হয়। এখনও বাবা দেখেছেন বিদ্যুৎ, মোটর ইত্যাদি কত কি তৈরি হয়েছে। আনাজ কত সস্তা ছিল আগে। তাহলে সত্যযুগে কত সস্তা হবে। এখানে সোনার মুদ্রা ১০০ টাকা হলে ঐখানে ১ পয়সা হবে। কত তফাৎ দেখ । সুতরাং তোমাদের এক জন্মের পড়াশোনার দ্বারা ২১ জন্মের রাজত্ব প্রাপ্ত হয় আর কি চাই। বাবা যুক্তি বলে দেন। কন্যা সন্তান যদি জ্ঞান গ্রহণ না করে তবে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয়। পুত্র যদি জ্ঞান গ্রহণ না করে তবে বলা হয় নিজে অর্জন করো নিজেই বিবাহ করে সংসার করো। বাবা প্রত্যেকটি কথায় পরামর্শ দেন। বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গিয়ে যদি বাবার স্মরণে শুধুমাত্র ফল গ্রহণ করবে তাহলে পবিত্র হবে। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে যে জ্ঞান ধন প্রাপ্ত হয় সেসব দান করতে হবে। গুপ্ত রূপে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে হবে।

২) অন্য সবার কথা ভুলে একমাত্র বাবাকে সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক ও সত্য গুরু রূপে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- বিন্দু স্বরূপ বাবার স্মরণে থেকে প্রতিটি সেকেন্ড উপার্জন জমা করতে পারা পদমাপদমপতি হও

ব্যাখা: তোমরা বাচ্চারা এক এক সেকেন্ডে পদ্মগুনের বেশি উপার্জন জমা করতে পারো। যেমন একের সামনে একটি বিন্দু বসালে ১০ হয়ে যায়, আরেকটি বিন্দু দিলে ১০০ হয়ে যায় ঠিক তেমনই এক সেকেন্ড বিন্দু রূপ বাবাকে স্মরণ কর, সেকেন্ড পেরোলে আরেকটি বিন্দু লেগে যাবে, এত বিশাল উপার্জন জমাকারী তোমরা বাচ্চারা এখন পদমাপদমপতি হয়ে যাও তারপরে অনেক জন্ম বসে খাও। এমন উপার্জন করতে পারা বাচ্চাদের জন্যে বাবাও গর্ব বোধ করেন।

স্লোগান - নষ্ট হওয়া কাজ, ভ্রষ্ট সংস্কার ও বিনষ্ট মুড-কে শুভ ভাবনার সাহায্যে সঠিক করা হল শ্রেষ্ঠ সেবা ।